গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২১ সংখ্যা | ১২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ বিপর্যয় ঃ দায়ী সরকার

৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু মানুষের মৃত্যু এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় শোক এবং সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তরাখণ্ড রাজ্য কো-অর্ডিনেটিং কমিটির ইনচার্জ কমরেড মুকেশ সেমওয়াল ওই দিনই এক বিবৃতিতে বলেন, হড়পা বানে ঋষিগঙ্গা বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সংলগ্ন গ্রামগুলিতে বিপর্যয় নিশ্চিত ভাবেই মনুষ্যসৃষ্ট। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি এবং সুপারিশ এমনকি সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির মতকেও অগ্রাহ্য করে এই এলাকায় বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রকল্প উচ্চ হিমালয়ের অত্যন্ত পরিবেশ সংবেদী নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ারে অবস্থিত। এলাকাটি ভঙ্গুর হিমবাহ, হড়পা বান এবং ভূমিকম্প প্রবণ। বস্তুত, গোটা উত্তরাখণ্ড রাজ্যটিই অতি সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র এবং ভূমিকম্প প্রবণতার ৪ ও ৫ স্তরে অবস্থান করছে। এই প্রকল্পটি ২০১৬ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ২০২০-র জুনে তা আবার কাজ শুরু করেছে। ২৫ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে ভারতের 'শক্তি কেন্দ্র' হয়ে ওঠার উন্মত্ততায় উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে জনগণকে বিপদগ্রস্ত করছে।

আমরা দাবি করছি, মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য চলাতে হবে এবং হিমালয়ের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষজ্ঞদের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কার্যকরী করতে হবে। নাগরিক সমাজ ও পরিবেশ সচেতন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, পরিবেশ এবং সমাজ রক্ষার প্রয়োজনে এগিয়ে আসুন।

প্রকাশিত হয়েছে

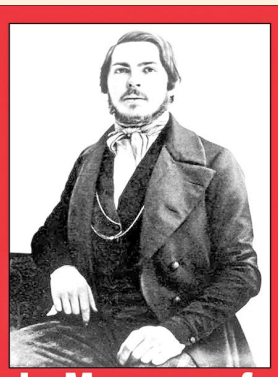

In Memory of
Great Fredrik Engles
PROVASH GHOSH
Socialist Unity Centre of India (Communist)

সংগ্রহ করুন

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ কর্পোরেট পুঁজির পদসেবার নির্লজ্জ দলিল

বাজেট হল দেশের মানুষের থেকে কর বাবদ সরকারের আয় এবং তা ব্যয়ের পরিকল্পনা। বাজেটে সরকার কোন খাতে এবং কী ভাবে খরচ করার পরিকল্পনা নিল তাতে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে সরকারের ভাবনা বোঝা যায়, একই সাথে বোঝা যায় ধনীদের সম্পর্কে, পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের সম্পর্কে ভাবনাও। এ বারের বাজেট হল একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে। প্রায় এক বছর ধরে কোভিড মহামারি এবং লকডাউনে জনজীবন তছনছ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ ছোট-মাঝারি সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে, না হয় ধুঁকছে। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে রোজগারহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। একটা ভাল অংশের মানুষের জীবনে ছোবল বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ওষুধ প্রভৃতি সব কিছুর দাম লাফিয়ে বাড়ছে। ধনী-দরিদ্রে ফারাক বাড়ছে এ যাবৎ কালের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে।

মানুষের আশা ছিল, এ বারের বাজেটে মানুষের এই দুর্দশাকে সরকার গুরুত্ব দেবে। এমন ব্যবস্থা সরকার নেবে যাতে অন্তত মানুষ দু'বেলা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। কিন্তু গোটা বাজেট ঘেঁটে কোথাও তেমন ব্যবস্থার চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। গোটা বাজেট জুড়ে শুধু ধনীদের, শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের সেবা করার, পাইয়ে দেওয়ার রকমারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফল, সাধারণ মানুষের উপর আরও বেশি মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই বোঝা।

কাজ হারানো কোটি কোটি মানুষের কথা সরকার ভাবেইনি

প্রথমেই দেখা যাক, কাজ হারানো কোটি কোটি মানুষকে বাজেট কী দিল। লকডাউনে ২ কোটির বেশি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এদের একটা বিরাট অংশ পরিযায়ী শ্রমিক। এঁরা যেমন নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে

সাতের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এক মাস ধরে চলা শান্তিপূর্ণ কৃষক ধরনার উপর ৩১ জানুয়ারি হামলা চালায় বিজেপি-আরএসএস বাহিনী। এর প্রতিবাদে ৩ ফেব্রুয়ারি সেখানে এক মহা পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন সহস্রাধিক কৃষক ছাড়াও বহু বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল মানুষ।

কেরোসিন-গ্যাসে ভর্তুকি ফেরানোর দাবি

কেরোসিনে ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

আগামী এপ্রিল থেকে কেরোসিনে ভর্তুকি দেওয়ার কোনও সংস্থানই রাখা হয়নি এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলিকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর লিটার প্রতি ২৫ পয়সা করে কেরোসিনের দাম বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিল, যাতে ভর্তুকি তুলে দেওয়া যায়। কেরোসিনে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত গরিব মানুষের উপর একটা বাড়তি আঘাত। ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের দামও নতুন করে সিলিন্ডার প্রতি ২৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপে গরিবের জন্য ন্যূনতম সহায়তা বাতিল করে কর্পোরেট তোষণ নগ্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমরা কেরোসিনের মতো সাধারণ মানুষের জ্বালানিতে ভর্তুকি ফেরানোর দাবি জানাচ্ছি। জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন— কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

রাজ্য বাজেটেও 'জুমলা'!

বেশি দিনের কথা নয়। নব্বইয়ের দশকেও কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারেরই বার্ষিক বাজেটের কিছু সারবত্তা ছিল। তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখা যেত। বাজেটে সরকার কী কী পণ্যে কর বসাল, কীসে কর কমাল, শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে কত টাকা সরকার ব্যয় করবে, শিল্প-কল-কারখানা কী হবে, কৃষিক্ষেত্র কী পাবে ইত্যাদি বিষয়গুলি দিয়ে হিসেবপত্র চলত সংবাদমাধ্যমে। ক্রমে এসব অতীতের বিষয় হয়ে গেছে। একদিকে লোকসভা-বিধানসভাকে বিরোধীশূন্য করে দেওয়ার তোড়জোড়, শাসকদলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা, অন্যদিকে নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির ঢল— দুইয়ে মিলে বাজেটের গুরুত্বই লঘু হয়ে গেছে। পূর্বেকার রীতিতে সরকার কোনও আর্থিক নীতি পরিবর্তন/সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব করলে লোকসভায় বিতর্ক হত, তারপর ভোটাভুটি। এখন ওসবের বালাই নেই। গরিষ্ঠতার জোরে শাসক দল পরিবর্তন-সংশোধন ও এমনকী সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাবও হেলায় পাশ করিয়ে নেয়। অন্যদিকে সরকারের আর্থিক নীতি এখন একমুখী। নয়া উদারবাদী আর্থিক জমানায় মুক্ত বাজার হচ্ছে মূলমন্ত্র,

দুয়ের পাতায় দেখুন

দেশব্যাপী ‘চাক্কা জ্যাম’ সফল

জনগণকে অভিনন্দন এ আই কে কে এম এস-এর

৬ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত কিসান মোর্চা ডাক দিয়েছিল দেশব্যাপী ‘চাক্কা জ্যাম’ কর্মসূচির। দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে জল, আলো, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার চেষ্টা করছে যাতে কৃষকরা আন্দোলন তুলে নিতে বাধ্য হয়। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে কৃষক আন্দোলনের খবর বাইরে না যায়। ২৬ জানুয়ারি কৃষকদের ট্রাক্টর মার্চে অশান্তি বাধিয়ে সরকার ভেবেছিল তাঁদের আন্দোলন বন্ধ করে দিতে তারা সফল হবে। কিন্তু কৃষকরা আন্দোলনে অটল থাকার সংকল্প ঘোষণা করেছেন।

কোচবিহার। ৬ ফেব্রুয়ারি

এই আন্দোলনের উপর বিজেপি-আরএসএস বাহিনী এবং পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রতিবাদ জানিয়েই ৬ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় ‘চাক্কা জ্যাম’। দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যের শহর, গঞ্জ, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন কৃষক ও সাধারণ মানুষ।

এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এ আই কে কে এম-এসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, দেশ জোড়া এই ‘চাক্কা জ্যাম’ প্রমাণ করল সরকারের সমস্ত অপপ্রচার ব্যর্থ করে সারা দেশের মানুষ কৃষক আন্দোলনের সাথেই আছেন। এই কৃষক আন্দোলন কেবল দুনিয়ার সর্ববৃহৎ গণআন্দোলনই নয়, এর মধ্য দিয়ে এক উন্নত চেতনার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন কৃষকরা। তাঁরা বলেন, “২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনা এবং তার অজুহাতে দিল্লি সীমান্তে কৃষক অবস্থানের উপর হামলা যে আর এস এস-বিজেপির চক্রান্তেই ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ কৃষকরা দেশের সামনে তুলে ধরেছেন।

কমরেড সত্যবান বলেন, ১১ দফা আলোচনার প্রহসনে কৃষকরা সরকারের আসল চেহারাই ধরে ফেলেছেন। কৃষকরা বুঝছেন, ১৯৯১ সাল থেকে চলা কৃষক বিরোধী—পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী সংস্কার নীতি কৃষকদের সর্বনাশ করছে। বিজেপি সরকারের তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল এই সর্বনাশা নীতিকেই চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ছাড়া আর কোনও শর্ত কৃষকরাও আজ স্বীকার করবেন না। তাঁরা সরকারের কাছে আহ্বান জানান ঔদ্ধত্য আর ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের পথ ছেড়ে সরকার দাবি মেনে নিক। না হলে, এই অহঙ্কারী সরকারকে জনগণ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে।

দিল্লিতে শ্রমিক নেতাকে গৃহবন্দি করল বিজেপি সরকার

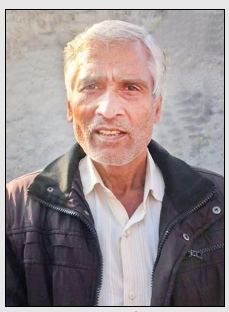

সংযুক্ত কিসান মোর্চা গত ৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী চাক্কা জ্যামের যে আহ্বান জানিয়েছিল, তা সফল করার জন্য ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে দিল্লিতেও এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যে মোদি সরকারের পুলিশ সংগঠনের দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক ম্যানেজার চৌরাসিয়াকে ৬ ফেব্রুয়ারি গৃহবন্দি করে। এই গণতন্ত্র বিরোধী বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে শ্রমজীবী মানুষ সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

রাজ্য বাজেটেও ‘জুমলা’!

একের পাতার পর

যার জোরে পুঁজিপতিদের ও ধনকুবেরদের লাগামছাড়া সুবিধা দেওয়াই সরকারের কাজ। ফলে বাজেটে দেশের জনগণের জন্য কিছু ছিটেফোঁটা প্রতিশ্রুতি দিয়েই জনসেবা শেষ। আর আছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। এই বিষয়টাই নির্লজ্জতার সকল সীমা ছাড়িয়েছে বিজেপি জমানায়। প্রধানমন্ত্রী এখন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রধান হোতা।

এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য বাজেটের গুরুত্ব কী আর থাকতে পারে! পশ্চিমবঙ্গে এবার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ভোটের মুখে সরকার জনগণকে কী দিচ্ছে, সেদিকে ভোটার জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকবে, তা জেনেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবার বাজেট বক্তৃতা নিজে দেবেন বলে ঘোষণা করে দেন। সরকারের কোনও কাজ বা প্রকল্পকে ‘আমার কাজ’, ‘আমি দিচ্ছি’ বলে বক্তৃতা করাই মমতা ব্যানার্জীর রীতি। শাসক তৃণমূল দলের মুখও তিনি। দাবিও করেন যে, রাজ্যের ২৯৪টি আসনে তিনি তৃণমূল দলের প্রার্থী। তাই ভোটের পূর্বমুহূর্তে সরকারের বাজেট পেশকেই তিনি প্রচারের হাতিয়ার করেছেন। তা করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু আছে কী সেখানে?

জবাবে তৃণমূল নেতৃত্ব বলবেন, কী চান, বলুন। সমস্যা এখানেই। ‘নেই’-এর রাজ্যে কোনও মুখ্যমন্ত্রী যদি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে শুধু একটির পর একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করে যান, তখন বাহবার চেয়ে আশঙ্কাই হয় বেশি। যদি হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই পারেন, পার্শ্বশিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনেও নেন, রাস্তা-ঘাট-সেতু সবেতেই দরাজ হাতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন, এমনকি বৃদ্ধদের জন্য পেনশন দেওয়াও সম্ভব হয়, তবে গত দশ বছরে তা করা হল না কেন? মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের উদ্দেশে বলেছেন, “আপনারা আমায় বিশ্বাস দিন, আমি আপনাদের সেবা দেব”। কিন্তু বাস্তব হল, ২০১১ ও ২০১৬ সালে দু’বার বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের জনগণ তো আপনার উপর বিশ্বাস করে ভোট দিয়ে আপনার দলকে জয়ী করেছেন। কিন্তু সেই বিশ্বাসের মর্যাদা কি আপনার দল ও সরকার দিয়েছে? এখন আপনার সরকারের বিরুদ্ধে চুরি-দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের যে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে, তার প্রতিবিধান আপনি করেননি কেন? দলত্যাগী এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। এতদিন তিনি যখন আপনার মন্ত্রী ছিলেন, তখন ব্যবস্থা নেননি কেন? এ কথা ঠিক, আপনার সরকারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠছে, এ রাজ্যে সিপিএম শাসনে তার সবই হয়েছে। বিজেপির মতো দল তো আগাগোড়াই দুর্নীতিগ্রস্ত, ওদের রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে আচার-আচরণ— কোনও কিছুতেই সুনীতির লেশমাত্র নেই। কেন্দ্রের সরকারে বসে জনগণকে বলি দেওয়ার যে হীন রাজনীতি ওরা চালাচ্ছে, তার তুলনা নেই। কিন্তু বিরোধীরাও দুর্নীতিগ্রস্ত, অসৎ এই যুক্তিতে শাসকের দুর্নীতি ও মিথ্যাচার গ্রহণীয় হতে পারে না। রাজ্যের বাজেট নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, এত নতুন নতুন প্রকল্প ও অর্থদানের ঘোষণা—কিন্তু এত অর্থসংস্থানের সূত্র কোথাও বলা নেই। তা হলে সবটাই কি বিজেপির ২ কোটি চাকরি দেওয়ার মতো ভোটের জুমলা!

জীবনাবসান

দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার লাউদোহা লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড শিবদাস বাউরী সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ’৭০-এর দশকে প্রয়াত কমরেড কেষ্ট মিত্রর সহায়তায় দলের সাথে যুক্ত হন এবং তার পর থেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগ নিয়ে দলের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিজের পরিবারের প্রায় সকলকেই দলের সাথে যুক্ত করেছিলেন। দলের প্রতি তাঁর আনুগত্যবোধ ছিল গভীর। দলের দেওয়া যে কোনও দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করতেন। দলের একজন একনিষ্ঠ বলিষ্ঠ কর্মী হিসাবে সকলেই তাঁকে জানতেন। সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং শেষযাত্রায় এসেছিলেন দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষজন। জেলা সম্পাদক, জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, লোকাল সম্পাদক ও লোকাল কমিটির একাধিক সদস্য, বেনাচিতি, স্টিল টাউনশিপ, কুড়ুলিয়া ডাঙার দলের কর্মীরা সহ নানা গণসংগঠন এবং বহু সাধারণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য, প্রাক্তন কাউন্সিলর, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ও ৩টি ক্লাবের কর্মকর্তা সহ সদস্যরা সকলেই মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং শেষযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

কমরেড শিবদাস বাউরী লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর দক্ষিণ লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড মোক্তার মোল্লা কিডনি সমস্যাজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৬ জানুয়ারি পুরাতন সলুয়াডাঙায় নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের কর্মী, সমর্থকরা শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন।

কমরেড মোক্তার মোল্লা ১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় এসইউসিআই(সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি উদার ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন পরিবারের সদস্য ছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা বেশি না থাকলেও দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি পার্টির বিভিন্ন স্টাডি ক্লাস, আলোচনা সভার মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং নিজেকে পরিবর্তন করেন। দল পরিচালিত বিভিন্ন গণআন্দোলনে তিনি ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করেন। নওদাপানুর অঞ্চলে সংগঠনের নানা সংকটের মধ্যেও নিজে সব সময় বলিষ্ঠভাবে দলের চিন্তা বহন করেছেন ও তা সাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। সংসারে প্রবল আর্থিক অনটন সত্ত্বেও সময় বের করে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সমস্ত পুরনো কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। দলের মুখপত্র, প্রচারপত্র পৌঁছে দিতেন। অমায়িক ব্যবহার এবং পার্টির প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়ে কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের আপনজন হয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে দল একনিষ্ঠ এক কর্মীকে হারাল।

কমরেড মোক্তার মোল্লা লাল সেলাম

দেশের বদনাম করছে সরকার, কৃষকরা নয়

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রখ্যাত কিছু ব্যক্তিত্ব দিল্লির কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোয় গোঁসা হয়েছে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-আমলাদের। তাঁরা এখন সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, পপ সঙ্গীত তারকা রিহানা, অস্কারজয়ী সিনেমা তারকা সুজান সারান্ডন প্রমুখ 'খালিস্তানি' কি না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত। কোনও এক কানাডাবাসী খালিস্তান সমর্থকও নাকি কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন বলে সরকার খুঁজে বারও করে ফেলেছে! অতএব গোটা আন্দোলনটাই হয়ে গেল 'খালিস্তানিদের চক্রান্ত'! আর কৃষকরা সব দেশবিরোধী!

অপূর্ব যুক্তিধারা সন্দেহ নেই! আর বিজেপি আইটি সেলের জোর গলা যখন আছে, তখন এটাকেই সত্য বলে মেনে না নিয়ে আর কী উপায় আছে! তারা যে রব তুলেছে তার পিছনেই দেশকে ছুটতে হবে!

এই কাজে নেমে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শচীন তেণ্ডুলকর, লতা মঙ্গেশকরের মতো কিছু বিখ্যাত নামের আড়াল নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ মাঠে মারা গেছে। যে সেলিব্রিটিদের টুইটকে সরকার ঢাল করে বাঁচতে চেয়েছিল, সেটাই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে গিয়ে তাদেরকেই বিঁধছে। এঁদের কেউ কেউ অসুস্থ ও প্রায় ঘরবন্দি। তবুও দেশের নানা প্রান্তে বসে তাঁরা একই বা প্রায় একই বয়ানে কী করে টুইট মন্তব্য লিখলেন, তা অবাক করেছে মানুষকে। অপরাধ বিজ্ঞান যে বলে, মহা ধূর্ত অপরাধীও কিছু না কিছু ভুল করে বসে এবং তাতেই ধরা পড়ে। এখানেও বিজেপির আইটি সেল বয়ান সাপ্লাই দেওয়া অথবা নিজেরাই বেনামে তা ছাড়ার সময় একটা ভুল করে ফেলেছে। এর পিছনে যে একটাই মাথা কাজ করেছে, কোনও সেলিব্রিটির নিজের মাথা নয়, তা ধরা পড়ে গেছে।

আগরতলা, ত্রিপুরা। ৬ ফেব্রুয়ারি

মনে পড়ছে কি, ২০১৯-এ কলকাতায় অমিত শাহের মিছিলের লোকজন বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার পর বিজেপির আইটি সেলের তৈরি সোস্যাল মিডিয়াতে সেই বিখ্যাত পোস্টটির কথা! প্রায় দু'হাজার জনের নামে হুবহু একই বয়ানে লেখা হয়েছিল— আমি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আমি এই কলেজের পাশেই থাকি, এরপর ছিল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজেকে দাবি করে হুবহু একই বয়ান। সম্প্রতি 'আমি একজন ক্ষুদ্র কৃষক' এই মর্মেও একেবারে হুবহু এক বয়ানে সোস্যাল মিডিয়া পোস্টের কারসাজি মানুষের চোখ এড়ায়নি। ফলে এ ক্ষেত্রেও কী ঘটেছে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে সরকারকে, বিশেষত বিজেপি সরকারের মতো চরম অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্ন সরকারের রোষের হাত এড়াতে এঁরা কেউই হয়ত সত্যিটা বলতে পারবেন না। মনে রাখা ভাল সেলিব্রিটিদের অধিকাংশই বর্তমান বা প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্র। বোর্ডকে চটালে রোজগারে টান পড়ার সমস্যা তাঁদের ভাবায় বৈকি। আজকের ফিল্ম এবং সঙ্গীত সহ সমস্ত শিল্পের বাজার পুরোপুরি কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত। এই ক্ষেত্রে মালিকদের বিরুদ্ধে যাওয়া যে কোনও কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে দেওয়া, হেনস্থা করা, শিল্পী চিত্রতারকাদের কাজ বন্ধ করা, তাঁদের অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া অতি সাধারণ ঘটনা।

খ্যাতি এবং অর্থ রোজগারে বড় মানেই মহৎ শিল্প স্রষ্টা নন। মহৎ শিল্প সৃষ্টির সাথে জড়িয়ে থাকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জীবনের দাবিকে তুলে ধরা। এ কাজে সরকারের নেকনজর নাও জুটতে পারে। কর্পোরেট পুঁজির চাহিদার সাথে সংঘাত এ ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। এই পরিস্থিতিতে কর্পোরেট প্রভুদের চটানোর বদলে তাদের নেক নজরে থাকাই তাঁরা অনেকে ভাল বলে মনে করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, শিল্পমাধ্যমে আজ যথার্থ সৃষ্টিশীল কাজের অভাব। ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী শাসক এবং সর্বগ্রাসী একচেটিয়া পুঁজির পরানো বেড়ির সাথে সংঘাতের সাহসের অভাব এর অন্যতম কারণ।

আশার কথা, দেশের কৃষকদের এভাবে দেশদ্রোহী হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার কাজে তাঁদের জড়িয়ে দেওয়াকে মানুষ মেনে নেয়নি। সোশ্যাল মিডিয়াতে হাজার হাজার প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, যখন ১৭০ জনেরও বেশি কৃষক প্রাণ হারালেন সরকারের অসহযোগী ভূমিকার কারণে, তখন একবারও এই সেলিব্রিটিরা মুখ খোলার সময় পেলেন না কেন? কেন তাঁরা সরকারকে বলতে পারলেন না, যাদের উপকারের নামে তোমরা আইন পাল্টেছ সেই কৃষক সমাজ যখন তাঁদের সর্বনাশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তা শোনার মতো মন তোমাদের নেই কেন? তাঁরা একবারও সরকারকে বলতে পারলেন না, কৃষি আজও দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা, এই কৃষিই দেশের মানুষের অন্ন-বস্ত্রের যোগান দেয়। তাকে একচেটিয়া মালিকদের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়ার সর্বনাশা নীতি তোমরা পুরোপুরি বাতিল কর! কেন এই নীরবতা?

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, কোনও দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকের লড়াই নিয়ে অন্য দেশের মানুষ মন্তব্য করতে পারবেন না কেন? বিদেশনীতির কূটনৈতিক প্রোটোকল এক কথা, আর দেশে দেশে সাধারণ মানুষ, গণতন্ত্র সচেতন মানুষ, সমাজ কর্মী, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী তাঁরা কি দেশের গণ্ডির বাইরে গিয়ে চিন্তার অধিকার হারিয়েছেন? তাহলে রাশিয়ায় বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তারের পর যে বিক্ষোভ প্রতিদিন হচ্ছে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম তা প্রচার করছে কেন? দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবি যখন ভারতীয়রাও করেছিলেন, তাঁরা কি অন্যায় করেছিলেন? ভিয়েতনামে মার্কিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণের লড়াইকে ভারতীয়রা সমর্থন করে অন্যায় করেছেন? এই ভারতের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে যখন পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করেছে, পাকিস্তান সরকার এবং আমেরিকা তাকে নাক গলানোই বলেছে। শোষক-শাসকের ভাষা এটাই। কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করা নাক গলানো হলে আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী 'অবকে বার ট্রাম্প সরকার' আওয়াজ তুলে অন্য দেশের নির্বাচনে নাক গলাতে গেলেন কেন? কেনই বা ট্রাম্প সাহেবকে আমেদাবাদে ডেকে তাঁকে দিয়ে নরেন্দ্র মোদিকেই আবার জেতানোর আহ্বান তোলানো হল? আসলে কৃষক আন্দোলনের সামনে যুক্তি হারিয়ে প্রলাপ বকছেন তাঁরা।

ভারতীয় কৃষক সমাজ যে ঐতিহাসিক আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তা দেশের গৌরব বাড়িয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে দেশটা মরেনি। দেশ মানে তো একখণ্ড মাটি এবং ধরাচূড়া পরা কিছু সামরিক অফিসার, মিলিটারি, পুলিশ, আমলা আর কিছু নেতা-মন্ত্রী নয়। দেশ কথাটার অর্থ দেশের জনগণ। সেই জনগণ যখন একটা স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, শাসকের চোখে চোখ রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবি জানায় তা সূচিত করে তাঁদের শক্তি, গণতান্ত্রিক বোধ। শাসকের কাছে তা যতই অস্বস্তির কারণ হোক না কেন, এটাই দেশের প্রকৃত শক্তির পরিচয়। এই পরিচয় প্রমাণ করে দেয় এ দেশের ধমনীতে আজও ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকুল্লা খান, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের মতো মহান সংগ্রামীদের রক্ত ধাবমান। শাসক পুঁজিপতি ও তার সেবাদাস বিজেপির কাছে তা মাথাব্যথার কারণ হতে পারে, দেশের মানুষের কাছে তা গর্বের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ওই মানুষগুলি ভারতের এই চরিত্রকেই কুর্নিশ জানিয়েছেন।

দেশকে অসম্মান যদি কেউ করে থাকে, তা করেছে বিজেপি এবং তাদের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিবাদী কৃষকদের তারা দেশদ্রোহী, খালিস্তানি, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং— কী না বলেছে! শেষে তো ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষকদের 'পরগাছা' পর্যন্ত বলে দিল। কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করার অপরাধে গ্রেটা থুনবার্গের কুশপুতুল পুড়িয়েছে বিজেপি-আরএসএস, এক ব্রিটিশ অভিনেত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে তাদের মতাবলম্বী কেউ কেউ। এতে দেশের সম্মানই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কৃষক আন্দোলন দমন করতে ধরনাস্থল ঘিরে কাঁটাতার, কংক্রিটের দেওয়াল, পরিখা গড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ দিয়েছে সরকারই। কৃষকদের জল, আলো শৌচালয়, চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করেছে সরকার। কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দিয়েছে। যে সাংবাদিকরা পুলিশের অত্যাচার এবং কৃষকদের উপর আক্রমণ করতে যাওয়া আরএসএস-বিজেপি কর্মীদের হিংস্র রূপ তুলে ধরেছিলেন, তাঁদেরও দেশদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনকারী এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, জামিয়া মিলিয়া ও জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালানোর কাজে মদত দিয়েছে সরকার এবং দিল্লি পুলিশ। এগুলো ভারত রাষ্ট্রের কী পরিচয় দেয়? এ পরিচয় তো ফ্যাসিস্টের! এ পরিচয় গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জার।

লজ্জার চিত্র আরও আছে। ডাক্তার কাফিল খানের মতো মানবদরদি চিকিৎসককে জেল খাটাতে সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। আরএসএস-বিজেপির চিন্তাধারার বিরোধী বুদ্ধিজীবী গোবিন্দ পানসারে, আরএস কুলবার্গি, গৌরী লঙ্কেশদের খুন করেছে তাদের আরএসএস ধর্মান্ধরা। গো-রক্ষার নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, দলিতদের পিটিয়ে মেরেছে এই বাহিনী। তাদের মদতেই ৫০০ বছরের পুরানো সৌধ বাবরি মসজিদ ভেঙেও পার পেয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বিশ্ব দেখল, ভারতের বিচারব্যবস্থা প্রাচীন সৌধ ভাঙা ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অপারগ। এগুলি কি দেশের সম্মান বাড়িয়েছে না ক্ষুণ্ণ করেছে?

সারা দুনিয়ার কাছে আরএসএস-বিজেপি যে ভারতের পরিচয় তুলে ধরেছে তা হল ধর্মান্ধ, সংখ্যালঘু বিদ্বেষী, জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে বিভাজিত, গণতান্ত্রিক বোধের প্রতি চরম শ্রদ্ধাহীন এক ভারত। এ ভারত যেন ভুলে যেতে চায় তার প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত বিশ্বকে আপন করার বাণী। যে ভারত যেন ভুলতে চায় অসংখ্য নদী বিধৌত তার উর্বর ভূমির মতো তার সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু মতের ধারায়। এ ভারত যেন ভুলতে চায়, রামচরিত মানসের স্রষ্টা তুলসীদাস লেখেন, বিশ্রাম নেব মসজিদে গিয়ে। এই ভারত যেন ভুলতে চায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে, সুব্রহ্মণ্যম ভারতী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুন্সি প্রেমচাঁদ, কাজি নজরুল ইসলাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের ঐতিহ্যকে। বিজেপির হাত ধরে ভারতের এই বিচ্যুতির সূচনা সত্যিই লজ্জার। ভারতের এই মুখ বিশ্বের কাছে তার সম্মান বাড়ায়নি, বরং তা হরণ করেছে। এর থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে। আজ গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর তুলে ধরে, স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদী শাসনধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কৃষক সমাজ বিশ্বকে যে বার্তা দিয়েছে, তাতে প্রমাণিত অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোর রূপালি রেখা আজও হারিয়ে যায়নি। সেই বার্তাই ভারতের পক্ষে প্রকৃত মর্যাদার। যে মর্যাদা রক্ষা করেছেন প্রতিবাদী কৃষকরা।

সরকারের স্বৈরাচারী ভূমিকার প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে কৃষকদের চাক্কা জ্যাম

ত্রিশূর, কেরালা

কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

চেন্নাই, তামিলনাড়ু

উত্তর দিনাজপুরে মিড-ডে মিল কর্মীরা আন্দোলনে

৩ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে হাজার খানেক কর্মী রায়গঞ্জ স্টেশন চত্বরে (ছবি) ১২ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জের মিড-ডে মিল কর্মীরা এতে যোগ দেন। মিড-ডে মিল কর্মীদের ব্যাপক জমায়েত হতে দেখে শাসকদল তৃণমূলের নির্দেশে মঞ্চভাঙতে এবং আন্দোলন বন্ধ করতে আসে পুলিশ। মিড-ডে মিল কর্মীদের টানা-হেঁচড়া করে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ব্যানার-পোস্টার ছিঁড়ে দেয় এবং একজন ছাত্র নেতা ও একজন শিক্ষক মিড-মিল কর্মীদের পাশে দাঁড়ালে পুলিশ তাঁদের হেনস্থা করে। ছাত্র নেতা শ্যামল দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে আন্দোলনের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা রুবিনা খাতুন, নবীন সিংহ প্রমুখ।

জেলার ইসলামপুর পৌর বাসস্ট্যান্ডে মিড-ডে মিল কর্মীদের সারাদিন অবস্থান-ধরনা সংগঠিত হয়। তাঁদের দাবি, মিড-ডে মিল প্রকল্প বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী মিল কর্মীদের ২১ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে, ৫ লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা দিতে হবে, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, পিএফ, পেনশন ও বোনাস দিতে হবে, প্রতি ২৫ জন ছাত্রছাত্রী পিছু রান্নার জন্য একজন কর্মী নিয়োগ করতে হবে, শারীরিক অসুস্থতা বা পারিবারিক কাজের জন্য সবেতন ছুটি দিতে হবে বছরে ২৪ দিন। শুধু কোভিড পরিস্থিতিতে নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, দপ্তরী, কেরানিদের মতো মিড-ডে মিল কর্মীদেরও বছরে ১২ মাসের বেতন দিতে হবে, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি দিতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের সুষম পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক রুবিনা খাতুন, নবীন সিংহ প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সনাতন দাস ও রাজ্য কোষাধ্যক্ষ শ্যামল রাম প্রমুখ।

কেরোসিনে ভরতুকি বন্ধ, পেট্রোল-ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং বিজেপি সরকারের সর্বনাশা কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে এসইউসিআই (সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে ৩ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

বাঙ্গালোরে বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির ধরনা

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে এআইএমএসএস সহ বিভিন্ন বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে কৃষক আন্দোলন সংহতি সভা অনুষ্ঠিত হল। বাঙ্গালোরের বিশিষ্ট লেখিকা বসুন্ধরা বুপথী ক্ষোভের সাথে বলেন, তিনটি কালা কৃষি আইন চাষিদেরকে কর্পোরেটের দাসে পরিণত করবে।

মহারাষ্ট্রে রিলায়্যান্স কোম্পানি কীভাবে চাষির জমি হরণ করছে তিনি তা তুলে ধরেন। এআইএমএসএস নেত্রী এম এন মঞ্জুলা বলেন, এই আইন শুধু কৃষক বিরোধী নয়, জনবিরোধী। শুধু কৃষি ক্ষেত্রেই আক্রান্ত নয়, রেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছু বেসরকারি করে দিচ্ছে সরকার, যার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করা জরুরি। এ ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

আশাকর্মীদের সম্মেলন, ডেপুটেশন

স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ফরমেট প্রথা বাতিল সহ গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে ৩০ জানুয়ারি হাওড়ার শ্যামপুর-১ ব্লকের আশাকর্মীদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (ছবি)। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন (এআইইউটিইউসি অনুমোদিত) হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি নিখিল বেরা। মিলি মণ্ডলকে সম্পাদিকা, উত্তমা ফাদিকারকে সহ সম্পাদিকা, সীমা সিংহকে সভানেত্রী, হাসিনা খাতুনকে সহ-সভানেত্রী, রোহিণী বাগকে কোষাধ্যক্ষ ও রুনু মোশানকে হিসাবরক্ষক করে ব্লক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রাজভবন অভিযান সফল করার আহ্বান জানিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ ঃ ৯ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন জেলার সিএমওএইচ-এর কাছে ১৩ দফা দাবি পেশ করে। কর্মসূচিতে শতাধিক আশাকর্মী বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়ের সভাস্থলে জমায়েত হন। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং শহিদ কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করে সভা শুরু হয়। আশাকর্মীরা কেন্দ্র-রাজ্যের বঞ্চনা এবং স্তরে স্তরে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে হেনস্থা বন্ধের দাবি জানান। এ ছাড়াও আশাকর্মীদের স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি প্রদান ও ফরম্যাট প্রথা বাতিলের দাবি রাখেন।

বাগনানে কৃষক সংহতি সভা

কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং ফ্যাসিস্ট কায়দায় আন্দোলন দমনের প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি হাওড়া জেলার বাগনান শহরে এসইউসিআই(সি) বাগনান লোকাল কমিটির উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদিকা মিনতি সরকার, জেলা কমিটির সদস্য সরোজ মাইতি ও বাগনান লোকাল কমিটির সদস্য শ্রীমন্ত ধাড়া।

জোড়াবাগানে বালিকা খুন, শাস্তির দাবিতে মিছিল

৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার জোড়াবাগান এলাকায় নয় বছরের বালিকাকে যৌন নির্যাতন চালিয়ে খুন করে বাড়ির সিঁড়িতে ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা। মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জনবহুল এলাকায় কী করে এই ঘটনা ঘটল সেই প্রশ্নও উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে ৫ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে আহিরীটোলা মোড় থেকে মিছিল করে জোড়াবাগান থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, ফরেন্সিক তদন্তের রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশ করতে হবে, ঘটনার সাথে যুক্ত দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে, এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে টহলদারি পুলিশের ভ্যান ও তার সংখ্যা বাড়াতে হবে, এলাকার মদ ও মাদকের প্রসার রোধে প্রশাসনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস ৬ ফেব্রুয়ারি জোড়াবাগান থানায় ডেপুটেশন দেয় এবং অভিযুক্তকে জামিন-অযোগ্য ধারায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানায়।

বদলি নিয়ে বৈষম্যের প্রতিবাদ

রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের জেলা বদলি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সাত হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের বদলি সম্পন্ন হলেও বহু জায়গায় বদলি আটকে আছে। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় শিক্ষকতা করছেন এমন প্রাথমিক শিক্ষকদের জেলা বদলি আটকে রাখা হয়েছে। বদলি ও বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন চালুর দাবিতে বদলিতে বঞ্চিত প্রাথমিক শিক্ষক মঞ্চের পক্ষ থেকে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে বাঁকুড়া শহরে মিছিল এবং ডিআই-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমিটি ঘোষণা করেছে ১২ ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে নবান্ন অভিযান হবে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দীপক সাহানা, অনুপ চট্টরাজ, সমরেন্দ্র মণ্ডল এবং সমীর বেরা।

বেলদায় ভলিবল প্রতিযোগিতা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১ ফেব্রুয়ারি এআইডিওয়াইও বেলদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে দেউলি শিবালয় মন্দির সংলগ্ন ময়দানে ৮টি টিমের ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়। জয়লাভ করে দেউলী যুবতীর্থ, রানার্স হয় নারায়ণগড়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত শিকদার, জেলা সম্পাদক সুশান্ত পাণিগ্রাহী, শিক্ষক সূর্যকান্তি নন্দ, প্রদীপ মাঝি, প্রদীপ দাস প্রমুখ।

কমসোমলের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

৩১ জানুয়ারি কলকাতার ভবানীপুরের সাদার্ন সমিতির মাঠে কলকাতা জেলা কমসোমলের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়। ৭টি কিশোর ব্রিগেডের ৩৬ জন এতে অংশ নেয়। টুর্নামেন্টে ৬টি টিম ছিল। শিশু-কিশোরদের খেলোয়াড়সুলভ আচরণ ও উপস্থিত দর্শকদের নানা রকমের সহযোগিতা এই আয়োজনকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

বাসে সরকারি ভাড়া চালুর দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

বাসের ন্যূনতম ভাড়া সাত টাকা পুনরায় কার্যকর করা ও রাতের বাস সুনিশ্চিতের দাবিতে ৩ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখাল এসইউসিআই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি। এ দিন নোনাকুড়ি, মেচেদা, রামতারক, তমলুক সহ জেলা জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক ও জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আরটিও এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (এল আর) স্মারকলিপি নেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তপন ভৌমিক, প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, অশোক মাইতি প্রমুখ। সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন বাস স্টপে বিক্ষোভ মিছিল করে জনসাধারণকে সরকার নির্ধারিত পুরনো ভাড়াতেই যাতায়াত করতে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি বাসের কন্ডাকটরদেরও পুরনো ভাড়া নেওয়ার অনুরোধ জানান। জেলা সম্পাদিকা অনুরূপা দাস বলেন, সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট বাসগুলিতে টাঙাতে হবে। রাতের বাস সুনিশ্চিত, রুট পারমিট অনুসারে বাসগুলির যাতায়াত, মেছেদা-তমলুক-হলদিয়া-কাঁথি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাসস্টপে সময়-তালিকা টাঙাতে হবে। তিনি বলেন, আমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। এর পরও সরকার নির্ধারিত ভাড়াতে বাস চলাচল না করলে আমরা বাড়তি ভাড়া ফেরত সহ পথ অবরোধের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হব।

বালুরঘাটে ছাত্র সমাবেশ

দ্রুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, বাসে ছাত্র কনসেশন চালু, জেলায় পরিকাঠামো যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন দ্রুত শুরু, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ বাতিলের দাবিতে এবং দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ১৩ জানুয়ারি এআইডিএসও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির ডাকে বালুরঘাটে ছাত্র সমাবেশ হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশ্বজিৎ রায়। বক্তব্য রাখেন আলম সরকার, তাজরিনা সরকার, বিকাশ নোনা, তড়িৎ বসাক, নয়ন তিরকী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সুয়েল রানা সরকার।

তমলুকে কৃষকদের পথ অবরোধ

কালা কৃষি আইন বাতিল ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ বাতিলের দাবিতে ৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে পথ অবরোধের অঙ্গ হিসাবে তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস। নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা বিবেক রায়, উৎপল প্রধান, প্রবীর প্রধান প্রমুখ।

নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ককেও ধর্মীয় বিভাজনের যূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা

বিয়ে করার মধ্য দিয়ে জোর করে ধর্মান্তরণ আটকানোর নামে উত্তরপ্রদেশ সরকার ২০২০ সালে 'প্রহিবিশন অফ আনলফুল কনভার্সন অফ রিলিজিয়ন অর্ডিন্যান্স, ২০২০' নিয়ে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের পথ অনুসরণ করে অন্য রাজ্যের বিজেপি সরকারও একই পথে হাঁটছে। আক্ষরিক অর্থে আইনটির লক্ষ্য বেআইনি ধর্মান্তরণে বাধা দেওয়া। সমস্যা হল, কাকে বিজেপি সরকার বেআইনি ধর্মান্তরণ বলছে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান বিবাহিত নারী-পুরুষদের টার্গেট করা। একটি ধুয়া তুলে দেওয়া হয়েছে— মুসলমান যুবকরা নানাভাবে ভালোবাসার ফাঁদ পেতে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করছে, সে জন্য মেয়েটির ধর্মান্তর ঘটাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীরা এর নাম দিয়েছে 'লাভ-জিহাদ'। অর্থাৎ তারা বলছে, প্রেম-ভালবাসাকে সামনে রেখে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে মুসলিম সমাজ।

উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে দুই ভিন্ন ধর্ম বা জাতের নারী-পুরুষের বিয়ে যে স্বাভাবিক, এই সহজ বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দিতে চায় হিন্দুত্ববাদীরা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আবার ঘোষণা করেছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের যে ছেলে হিন্দু মেয়েকে বিবাহে উৎসাহ দেবে, সে আসলে মৃত্যুকে আহ্বান করবে।

উত্তরপ্রদেশে গেরুয়া শিবির এই 'লাভ জিহাদ'-এর নাম করে সাধারণ নিরপরাধ মানুষকে চরম হেনস্থা করছে। মোরাদাবাদে পিংকি নামে ২২ বছরের এক হিন্দু তরুণী ২০২০ সালের জুলাই মাসে রশিদ নামক এক মুসলিম যুবককে ভালবেসে বিয়ে করে। তখনও 'লাভ জিহাদ' আইন পাশ হয়নি। গত ৫ ডিসেম্বর অন্তঃসত্ত্বা পিংকি তার স্বামী ও দেবরের সাথে বিবাহ রেজিস্ট্রি করার জন্য যাচ্ছিল। হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের লোকেরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। শারীরিক নির্যাতন ও হেনস্থা করার পর তারা রশিদ ও তার ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, পিংকিকে সরকারি হোমে পাঠানো হয়। সেখানে পিংকির গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। পিংকি বারবার জানিয়েছেন যে তাঁকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা বা বিয়ে করা হয়নি। এ-ও জানিয়েছেন যে তিনি বাপের বাড়ি যেতে চান না। প্রশ্ন উঠেছে, তবুও কেন অন্তঃসত্ত্বা জেনেও তাঁকে আটকে রাখা হল। জনমতের চাপে ছাড়া পেয়ে পিংকি এখন শ্বশুরবাড়িতে। তাঁর আফশোস যে, তাঁদের ভালবাসা শুধুই ভালবাসা, কোনও জিহাদ নয়, কিন্তু রাষ্ট্র সে কথা মানতে চায় না। তাই তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে এভাবে অকালে ঝরে যেতে হল।

উত্তরপ্রদেশে ওই অর্ডিন্যান্স পাশ হওয়া মাত্রই ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। অন্তত ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। এদিকে আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারপতিরা বলছেন কোনও ঘটনা নতুন আইনের নোটিশ জারির আগে ঘটে থাকলে তা ওই আইনের আওতায় পড়ে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অন্তত তিন-চারটি কেসে এফআইআর করা হয়েছে পুরনো ঘটনার ভিত্তিতে। আবার আঠারো বছরের একটি তরুণ তার বান্ধবীর সাথে স্রেফ পিৎজা খেতে গিয়েও গ্রেফতার হয়েছে। যদিও মেয়েটি বলেছে, ধর্মান্তরণ দূরস্থান, ছেলেটি তাকে বিবাহের প্রস্তাবও দেয়নি। ছেলেটিকে জেলে পোরা হয়েছে এই কথা বলে যে, মেয়েটির বাবা অভিযোগ করেছেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে এবং ধর্মান্তরণের উদ্দেশ্যে ছেলেটি ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেটির বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি-উপজাতি এবং পকসো আইনের ধারাও দেওয়া হয়। অথচ মেয়েটির বাবা বলেছেন, তিনি ছেলেটির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করতে চাননি, পুলিশ তাকে দিয়ে বিবৃতি লিখিয়ে নিয়েছে। মেয়ের কথায় তিনি সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সাম্প্রদায়িক ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্যমূলক আচরণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছে লক্ষ্ণৌতে। দুই ধর্মের দু'জন ছেলেমেয়ে হিন্দু ধর্মমতেই বিয়ে করার সময় হিন্দু যুব বাহিনীর প্রতিনিধিরা ও পুলিশ বাধা দেয় এবং বিয়ে বন্ধ করে দেয়। যদিও এই বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মান্তরণের কোনও বিষয় ছিল না এবং কেউ কারও উপর কোনওরকম জোর বা শক্তি প্রয়োগ করেনি। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক প্রেম-ভালোবাসার অধিকার থাকবে না।

আইনসম্মত নয়

এই 'লাভ জিহাদ আইন'-এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষ। ১০৪ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা চিঠি পাঠিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন, 'আপনাদের এই কাজ কি অনাগত শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করার সামিল নয় এবং আপনার রাজ্যের পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে কি এই কাজকেই ত্বরান্বিত করছে না? তাঁরা আরও বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের পুরো পুলিশ বাহিনীকে খুব দ্রুততার সাথে শেখানো উচিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কীভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে হয়। যে সংবিধানের বিধিগুলি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার শপথ নিয়ে তারা সরকারে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রী সহ উত্তরপ্রদেশের সব রাজনীতিবিদদের নতুন করে তা জানতে হবে। এ ছাড়াও চারজন পূর্বতন বিচারপতি উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই ধর্মান্তরণবিরোধী অর্ডিন্যান্সের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তাদের মধ্যে একজন প্রাক্তন বিচারপতি এই অর্ডিন্যান্সের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, মানুষের মধ্যে বিভাজন আনার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীরা এই আইন তৈরি করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের পূর্বতন বিচারপতি মদন বি লোকুর বলেন, আইন সকলকে নিজের সাথী পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, সুপ্রিম কোর্ট পূর্বেই রায় দিয়েছে— একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনও রাজ্য সরকারের নেই। তার পরেও উত্তরপ্রদেশ সরকার এমন সিদ্ধান্ত নেয় কী করে? দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং ন্যাশনাল ল কমিশনের পূর্বতন চেয়ারম্যান বিচারপতি এ পি শাহ বলেছেন এই আইনের আসল উদ্দেশ্য নারীদের অবদমিত করা। তিনি আরও বলেছেন এই আইনের বিভিন্ন বিধিগুলি আসলে মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকারকেও খর্ব করবে। সংবিধান নাগরিকদের জীবনের এবং স্বাধীনতার যে অধিকার সুনিশ্চিত করেছে, তার উপর আঘাত এনেছে এই আইন। তিনি আরও বলেছেন এই আইন মানুষের জীবনে বিরাট অমঙ্গল নিয়ে আসবে। এই প্রাক্তন বিচারপতি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় উত্তরপ্রদেশ সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, কোনও একটি নির্বাচিত সরকার, সংবিধানের কাছে যার দায়বদ্ধতা রয়েছে, সেই সরকার এরকম একটি আইন পাশ করেছে বিশ্বাস করাই মুশকিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দীপক গুপ্ত এই আইনকে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, সরকারের কী প্রয়োজন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করার। ভারতের সংবিধান শুধুমাত্র মানুষের পছন্দমতো ধর্মাচরণের অধিকারকেই নিশ্চিত করেনি, তার নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলার অধিকারকেও নিশ্চিত করেছে। একজন মানুষ নাস্তিক হতে পারেন, অজ্ঞেয়বাদী হতে পারেন, যা খুশি হতে পারেন। তিনি আরও বলেন সংবিধান যেমন মানুষের বিশ্বাস করার অধিকার নিশ্চিত করেছে, আবার বিশ্বাস পরিবর্তন করার অধিকারকেও নিশ্চিত করেছে।

কোর্ট একজনের পছন্দের জীবনসঙ্গীকে বেছে নেওয়ার পক্ষেই রায় দিয়েছে

একজন ২০ বছর বয়সী মেয়েকে তার স্বামীর সাথে থাকার স্বীকৃতি দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট ২৬ নভেম্বর এক রায়ে স্পষ্ট জানিয়েছে— একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা যেখানে খুশি, যার সাথে খুশি থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একই রকম একটি রায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট কয়েকদিন আগে দিয়েছে। এক বছর আগে প্রিয়াংকা খারাওয়ার এবং সালামৎ আনসারি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং

পাঠকের মতামত

কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ কমানোয় ক্ষোভ

গত বছর করোনাকালে দেশের কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্ভোগের কথা কারওরই অজানা নয়। হঠাৎ করে গত মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়ায় ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকেরা কাজ হারিয়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সরকারি উদাসীনতায় বাড়ি ফেরার পথে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে শিশু-মহিলাদের নিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি ফেরার মর্মান্তিক দৃশ্য আজও অনেকের চোখে ভেসে ওঠে। বহু শ্রমিকের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয়, তারপর পরিযায়ী শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে ৫ কিলো চাল ও ৫০০ গ্রাম ছোলা ছাড়া তাদের কপালে বিশেষ কিছু সরকারি সাহায্য জোটেনি। কিছু কিছু শ্রমিক ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কয়েকদিন কাজ পেয়েছিলেন মাত্র। তাও লড়াই করে আদায় করতে হয়েছিল। ওই শ্রমিকেরা অনেকে এখনও কাজ হারিয়ে বাড়িতে বসে রয়েছে। কিছুজন আবার কর্মস্থলে ফিরে গেলেও সব দিন কাজ পাচ্ছেন না বলেই অভিযোগ।

এমতাবস্থায় তারা ভেবেছিল, সরকার তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় বাজেটে কিছু ঘোষণা করবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে সে ব্যাপারে কোনও কিছু উল্লেখ না থাকায় কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, উপদেষ্টা, মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি

বিয়ের আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রিয়াংকার বাবা কানপুরে এফআইআর করেন। কোর্ট রায়ে বলে, 'আমরা এদের হিন্দু বা মুসলিম হিসাবে দেখছি না। বরং দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসাবে দেখছি, যাঁরা নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছে এবং এক বছর ধরে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করছে।' নানা রাজ্যের হাইকোর্ট প্রায় একই মত ব্যক্ত করেছে।

এটা পরিষ্কার যে 'লাভ জিহাদ' আইন আন্তঃধর্ম বিবাহ এবং ধর্মান্তরণকে অপরাধমূলক কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং 'অ্যালিওরমেন্ট' (ফুঁসলানো) কথাটার একটা অযৌক্তিক সংজ্ঞা খাড়া করেছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস অফিসার লিখেছেন— আমার ভয় হচ্ছে ভারতবর্ষ ধর্মের ব্যাপারে পাকিস্তানের হিন্দু রূপ ধারণ করছে। ভারতীয় মেয়েদের শুধুমাত্র তার স্বামী পছন্দ করার অধিকারই নেই, তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার অধিকারও আছে। মুসলমানরা ষড়যন্ত্র করে সহজ সরল হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার জন্য শিকার করে, এই ধরনের ধারণাও অর্থহীন।

ধর্মের ভিত্তিতে যখন একটি রাষ্ট্রে নীতি নির্ধারণ করা হয়, তখন তাকে আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় না। সেটা আসলে একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র। এই নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপে দীর্ঘ লড়াই হয়েছে। ভারতেও আসলে এই লাভ জিহাদ আইনের মধ্য দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজটি করা হচ্ছে। শুধু হিন্দু রাষ্ট্র নয়, আসলে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির ও কোনও অধিকারহীন নাগরিকে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, যা বিজেপির নীতি-আদর্শের পরিপূরক। আসলে এই আইনের ধারণার মধ্যেই রয়েছে একজন হিন্দু মেয়ের তার নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা নেই, তাই সে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের খপ্পরে পড়ে এবং ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। আবার বহু চরম দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা মেয়েদের শুধুমাত্র গর্ভ হিসাবে দেখতে চান। তাদের বক্তব্য হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে তাদের গর্ভে মুসলমান সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ও হিন্দুদের সংখ্যা কমানো এই বিয়ের মূল উদ্দেশ্য। মুসলমান বিদ্বেষের চেনা হাতিয়ারই বিজেপি ব্যবহার করছে। যাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করা দরকার।

কেন্দ্রীয় বাজেট

একের পাতার পর

এসেছেন, তেমনই স্থানীয় মানুষও বিরাট সংখ্যায় কাজ হারিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের শত শত মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরার মর্মান্তিক দৃশ্যে গোটা দেশ জুড়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে বাধ্য হয়ে সরকার খাদ্য নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কিছুটা বাড়ায়। গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চাল-গম এবং কিছু মানুষকে ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি একই রকম থাকা সত্ত্বেও নভেম্বরের পরই সরকার তা বন্ধ করে দেয়। কোভিড চলাকালে জনমতের চাপে খাদ্য নিরাপত্তা খাতে আগের বরাদ্দ ৭৮ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি টাকা করা হলেও এবার তা নামিয়ে ২ হাজার কোটির সামান্য বেশি করা হয়েছে। এতখানি কমানোর কারণ কী? কাজ হারানো মানুষগুলি কি আবার কাজ ফিরে পেয়েছে? এর কোনও উত্তর সরকার দেয়নি। পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিলেও গরিব সাধারণ মানুষকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দিতেও রাজি নয় এই সরকার।

মানুষ আশা করেছিল, এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে সরকার বরাদ্দ বাড়াবে এবং কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দুশো দিন করবে। বাড়ানো দূরের কথা, সরকার বরাদ্দ ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৭৩ হাজার কোটি টাকা করেছে। কাজ হারানো মানুষগুলিকে কাজ দেওয়া, তাঁদের অনাহার-অর্ধাহারের হাত থেকে রক্ষা করা দায়িত্ব বলেই মনে করে না এই সরকার।

সরকারি নীতিতেই অপুষ্টি বাড়ছে

২০২০ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স রিপোর্টে ফুটে উঠেছে অপুষ্ট ভারতের মর্মান্তিক ছবি। ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তানেরও নিচে নেমে গিয়ে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ৯৪। এ দেশে অপুষ্টির মাত্রা আফ্রিকার বহু দারিদ্রপীড়িত দেশের তুলনায় দ্বিগুণ। রাষ্ট্রসংঘের একটি (ইউএন-এফএও) রিপোর্ট বলছে, ভারতের প্রায় ২০ কোটি মানুষের প্রতিদিন দু'বেলা ভরপেট খাবার জোটে না। অথচ সরকার বাজেটেই স্বীকার করেছে, খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। তথ্য দেখাচ্ছে, দেশের মানুষের যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন সরকারের ভাণ্ডারে তার প্রায় আড়াই গুণ খাদ্য মজুত রয়েছে। অথচ মানুষকে না দিয়ে সেই মজুত চাল সরকার মদ কোম্পানিগুলিকে দিয়ে দিচ্ছে অ্যালকোহল তৈরি করার জন্য। সরকারের চরম জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার তুলে দেওয়ার ব্যবস্থার পথে প্রধান বাধা।

শুধু কৃষক আন্দোলনের নয়, কৃষক স্বার্থেরই বিরোধী বিজেপি সরকার

বিজেপি সরকারের যে নীতি, তাতে কৃষকরা যে বাজেট থেকে ভাল কিছু পাবে তা কেউই আশা করেননি। ঘটেওছে তাই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) দেশের কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি। এবারও বাজেটে তা প্রত্যাখ্যাতই হয়েছে। কৃষকদের জীবনে এর ফল কী ভাবে বর্তাচ্ছে? আলু চাষিদের কথাই ধরা যাক। যে আলু এক মাস আগে দেশের মানুষ পঞ্চাশ টাকা কেজি কিনতে বাধ্য হয়েছে, সেই আলুই এখন উৎপাদক চাষিরা তিন টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে। ধান, গম, আখ প্রভৃতি প্রায় সব ধরনের কৃষকের অবস্থাই এক। এই সরকার নাকি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেবে!

যে পিএম কিসান প্রকল্পের কথা বিজেপির তাবড় নেতা-মন্ত্রী বুক ঠুকে বলতে ভালবাসেন সেই প্রকল্পে বরাদ্দ কমানোয় কৃষকদের কোন মঙ্গল-উদ্দেশ্য কাজ করছে? কৃষকদের বছরে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার এই প্রকল্পে গত বারের ৭৫ হাজার কোটি টাকা সরকার পুরোটা খরচই করেনি। এবার বরাদ্দ কমিয়ে ৬৫ হাজার কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের ৬০ বছর বয়সের পর থেকে মাসে ৩ হাজার টাকা পেনশন প্রকল্পে বরাদ্দ ২২০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে মাত্র ৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষকদরদি সরকারই বটে!

কৃষি পরিকাঠামো তৈরির জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। এই টাকা আসবে কোথা থেকে? এর জন্য সরকার পেট্রোলে আড়াই টাকা প্রতি লিটার ও ডিজেলে ৪ টাকা প্রতি লিটার সেস চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমত, এর ফলে সেই কৃষকদের উপরই বোঝা চাপবে! সেচের খরচ বাড়বে। তা ছাড়া, তেলে সেস মানে সব রকমের পরিবহণের খরচ বেড়ে যাওয়া! কৃষক সহ সাধারণ মানুষকেই এর বোঝা বইতে হবে। সদুদ্দেশ্য থাকলে সরকার কৃষকদের এবং গণপরিবহণকে এই সেসের আওতা থেকে বাদ দিত। তা ছাড়া, দেশের পুঁজিপতিরা লকডাউনের মারাত্মক সময়েও ৩৫ শতাংশ বাড়তি মুনাফা করেছে। আম্বানির মুনাফা প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা হারে বেড়েছে। তাদের বাদ দিয়ে গরিবের ঘাড়ে বোঝা চাপানো কেন? দ্বিতীয়ত, এই কৃষি পরিকাঠামো দেশের ৮৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কোন কাজে লাগবে? বাজেটে এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের স্বল্পসুদে বা বিনা সুদে ঋণ দেওয়া। ইতিমধ্যেই আম্বানি-আদানি এবং অন্য বৃহৎ ব্যবসায়ীরা এই প্রকল্পের টাকায় বিরাটাকার হিমঘর, গুদামঘর তৈরি করছে। আগামী দিনেও এই টাকা তাদেরই কাজে লাগবে। সরকার অবশ্য বলেছে, এই টাকায় নাকি তারা মান্ডি তৈরি করবে। এমএসপির আইনি গ্যারান্টি ছাড়া নতুন আইন কার্যকর হলে মান্ডিগুলি সাধারণ কৃষকদের কোন কাজে লাগবে? তা ছাড়া, কৃষকরা ঋণ চায় না, চায় সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল-বিদ্যুতের দাম কমানো হোক, সরকার ফসলের ন্যায্য দাম দিক। এই টাকায় সরকার কেন তার ব্যবস্থা করল না? আসলে আম্বানি-আদানিদের কৃষিপণ্যের ব্যবসার জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করে দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এর মধ্যে কৃষক-কল্যাণের ছিটেফোঁটাও নেই।

প্রধানমন্ত্রী এক সময়ে 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশে'র স্লোগান তুলেছিলেন। তাঁর এই 'সব'— এর মধ্যে কি দেশের সাধারণ মানুষ পড়ে না? বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের কাছে আম্বানি-আদানিরাই যে একমাত্র 'সব' তা বাজেটের ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট। রান্নার গ্যাসে সরকার ভর্তুকি প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে লাফিয়ে বাড়ছে জ্বালানির দাম। গরিব মানুষের একটা বড় অংশ জ্বালানির জন্য কেরোসিনের ওপর নির্ভরশীল। সেই কেরোসিনের ওপর থেকে সমস্ত ভর্তুকি তুলে নিয়েছে এই সরকার— এমনই এদের জনদরদ!

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমিয়ে জনস্বাস্থ্যকে চরম অবহেলা করা হয়েছে

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ নিয়ে বাজেটে সরাসরি মিথ্যাচার করেছে এই সরকার। হিসেবের কারিকুরিতে দেখাতে চেয়েছে যেন এ বার বরাদ্দ বেশি করা হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অন্যান্য খাতের টাকাও এ বার স্বাস্থ্যখাতে ঢোকানো হয়েছে। এমনকি করোনা ভ্যাক্সিনের জন্য বরাদ্দ ৩৫ হাজার কোটি টাকাও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বলে দেখানো হয়েছে। এই ভাবে অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছেন যেন তিনি ১৩৭ শতাংশ বরাদ্দ বেশি করেছেন। বাস্তবে স্বাস্থ্যখাতে এ বার বরাদ্দ গত বাজেটের থেকে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে। অথচ দেশের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার দশা যে কতখানি বেহাল, করোনা অতিমারি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে। আসলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজিকে সুযোগ করে দিতেই বিজেপি সরকার যে জনস্বাস্থ্যকে চরম অবহেলা করে চলেছে এ বারের বাজেট তার স্পষ্ট উদাহরণ।

শিক্ষার সুযোগ নয়, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়াই সরকারের নীতি

শিক্ষাখাতে গত বছরের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৬.১৩ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৯৯ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। সেই টাকাও সরকার পুরো খরচ করেনি। এ বছর বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৫ হাজার ৮৯ কোটি টাকা। অথচ কোভিড অতিমারি ও লকডাউনের কারণে টানা প্রায় এক বছর বেশির ভাগ ছাত্রই পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেই ক্ষতি পূরণ করে দিতে এ বার প্রয়োজন ছিল শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো। শুধু তাই নয়, ভারতের মতো দেশে যেখানে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি থেকে আসে, সেখানে অনলাইন শিক্ষার নামে সরকার দেশি-বিদেশি টেলিব্যবসায়ীদের বিপুল মুনাফার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দেখা গেছে, লকডাউনের সময়ে ব্যবসা করেই বেশ কিছু আইটি ব্যবসায়ী শত কোটিপতি হিসাবে উঠে এসেছেন। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার যে আমূল বেসরকারিকরণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে তাতেই সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। বাজেটে প্রি-স্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতেই প্রি-স্কুল শিক্ষার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অঙ্গনওয়াড়িগুলির পরিকাঠামো যা, তাতে সব শিশুর প্রি-স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা যে তাতে হওয়া সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যেই প্রি-স্কুল শিক্ষার একটা বড় অংশ বেসরকারি স্কুলগুলির মালিকরা দখল নিয়েছে। এ বার বাজেটে প্রি-স্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে সেই বেসরকারি শিক্ষাব্যবসারই বাড়বাড়ন্তের ব্যবস্থা করা হল। পিপিপি মডেলে ১০০টি সৈনিক স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব আসলে সরকারি খরচে বেসরকারি পুঁজিকে মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

জনগণের করের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ জলের দামে পুঁজিপতিদের পায়ে

গত এক বছরে সরকারের বাজেট ঘাটতি অতীতের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে ৯.৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে। এই অবস্থায় সরকার রাজকোষ ভরাতে অন্য কোনও আয়ের সংস্থান করার বদলে সরকারি সম্পদ বেচে দেওয়াকেই একমাত্র উপায় ঠাওরেছে। সরকারের মন্ত্রীরা বৃদ্ধির আকাশকুসুমের গল্প শোনাতে ছাড়েন না, অথচ আয়ের জন্য সরকারি সম্পত্তি বেচা ছাড়া তাঁরা আর কোনও উপায় দেখতে পান না। এ যেন জমিদারের অপদার্থ সন্তানের সম্পত্তি বেচে জমিদারি চাল বজায় রাখার মতো ব্যাপার। বিজেপি সরকার তাদের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের হাতে দেশের প্রায় সব সম্পদই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, রেল, তেল, গ্যাস, বিমানবন্দর, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি সব কিছু বেসরকারিকরণের মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে এই বাজেটে। ২০২১-২২-এ সম্পত্তি বেচে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ছাড়াও দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং একটি সাধারণ বিমা সংস্থার বেসরকারিকরণ করা হবে। এলআইসি-র শেয়ার বাজারে ছাড়তে প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধনী এই অধিবেশনেই আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের করের টাকায় তৈরি এই সব সংস্থাগুলি জলের দামে পেয়ে যাওয়ার ঘোষণায় শিল্পমহল বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অন্য দিকে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরিতে যেমন কোপ পড়বে তেমনই নতুন কর্মসংস্থানও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তা ছাড়া বেসরকারি মালিকানা মানেই ব্যাপক জনগণকে শুষে নিয়ে মুনাফার আয়োজন। ফলে হানা দেবে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, যা সাধারণ মানুষকেই বইতে হবে। বাজেটে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৪ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে। বিলগ্নিকরণের ঘোষিত উদ্দেশ্য যদি হয় আয় বাড়ানো, তবে আসল উদ্দেশ্য দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে এই সব সম্পদ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র যে একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে, এ সবই তার প্রমাণ।

বাজেট ঃ পুঁজিপতি শ্রেণির পদসেবার নির্লজ্জ দলিল

ভারত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজিপতি শ্রেণির পুঁজির স্বার্থ, মুনাফার স্বার্থ সব দিক থেকে রক্ষা করাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাজ। যে সরকার এ কাজ যত দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে সেই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা পুঁজিপতি শ্রেণির তত বেশি সমর্থন পায় এবং ক্ষমতায় থাকে। মুনাফা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শোষণ করে। কিন্তু তা ঢাকতে সরকারের মন্ত্রীরা জনগণের স্বার্থের ধুয়ো তোলেন। জনগণের ক্ষোভ বাড়তে বাড়তে যখন বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে তখন পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতায় নিয়ে আসে তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী আর একটি দলকে। দীর্ঘ দিন কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করতে গিয়ে জনগণের রোষের মুখে পড়লে পুঁজিপতি শ্রেণি আর এক বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে ক্ষমতায় বসিয়েছে বিজেপি সরকারকে। পুঁজিবাদী নির্বাচনের সত্যিকারের রূপটি তুলে ধরতে শ্রমিক শ্রেণির শিক্ষক, সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন দেখিয়েছিলেন, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন আসলে পাঁচ বছর ধরে জনগণকে শোষণ করে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার কাজটি পুঁজিপতি শ্রেণিরই বিশ্বস্ত কোন দল করবে তারই নির্বাচন। স্বাধীন ভারতে দারিদ্র ক্রমাগত বাড়তে থাকা এবং পুঁজিপতি শ্রেণির ক্রমাগত সম্পদ বৃদ্ধি দেখলেই মহান লেনিনের বক্তব্যের সত্যতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি বাজেট বিশ্লেষণ করলে সেগুলি সবই যে পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষ যে দুরবস্থার অতল গহ্বরে ডুবেছে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বারের বাজেটও কর্পোরেট পুঁজির পদসেবার নির্লজ্জ দলিল ছাড়া আর কিছু নয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল কেন জনবিরোধী

এই বিলে বিদ্যুৎকে মুনাফার পণ্য করা হয়েছে। বিদ্যুৎ আইন ১৯৪৮-এ বিদ্যুৎ ছিল একটা পরিষেবা। যার অর্থ হল জনগণের সুবিধার্থে দাম যতদূর কম রাখা যায় দেখতে হবে এবং এখান থেকে কোনও মুনাফা করা যাবে না। ২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে পূর্বতন বিজেপি সরকার এই আইন পাল্টে দিয়ে বিদ্যুৎকে মুনাফা লোটার ক্ষেত্রে পরিণত করে। বিদ্যুতের বিল যে মারাত্মক বেড়ে যাচ্ছে, তার কারণ এখানেই। যে কমিটি এই বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ তৈরি করেছিলেন তার সদস্য ছিলেন সিপিএম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া এবং নেতৃত্বে কংগ্রেসের সাংসদ সন্তোষ মোহন দেব। ফলে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির এই কৌশলে বিজেপি সহ এই সব দলের ভূমিকা কোনও অংশেই কম নয়।

ব্যাপক মুনাফা লুটতেই সেই সময় সরকারি বিদ্যুৎ পর্ষদ ভেঙে দিয়ে (১) উৎপাদন, (২) পরিবহণ, (৩) বন্টন— এই তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয় এবং প্রতি ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৬ শতাংশ নিশ্চিত মুনাফার ব্যবস্থা করা হয়। বাজপেয়ীর উত্তরসূরী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসে এই তিনটি কোম্পানির সাথে 'ফ্র্যাঞ্চাইজি' নামে লাইসেন্সবিহীন আরেকটি নতুন মুনাফা লোটার সংস্থা গঠন করে। চারটি সংস্থা যদি ১৬ শতাংশ হারে মুনাফা রেখে দাম নির্ধারণ করে তাহলে গ্রাহককে কত বেশি বিল দিতে হবে, একবার অঙ্কটা কষে দেখুন।

অঙ্কটা এই রকম ঃ উৎপাদন কোম্পানি ১০০ টাকার বিদ্যুৎ বেচবে ১১৬ টাকায়। ১৬ শতাংশ লাভ রেখে পরিবহণ কোম্পানি বেচবে ১৩৪ টাকায়। একই ভাবে ১৬ শতাংশ লাভ রেখে বন্টন কোম্পানি বেচবে ১৫৫ টাকায়। ফ্র্যাঞ্চাইজি বেচবে ১৮০ টাকায়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দাম বাড়ল ৮০ শতাংশ। কলকাতা মেট্রোতে স্টেজ ভেঙে বেশি স্টেজ করে যেমন ভাবে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, সেই একই কায়দায় বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। গ্রাহকের উপর চাপছে মারাত্মক বিলের বোঝা।

দ্বিতীয়ত, এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ আইনে বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন হারে দাম নির্ধারণের ব্যবস্থা আছে। কেবল তাই নয়, একই ক্যাটেগরির (গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, শিল্প) গ্রাহকদের কম-বেশি ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য, বিভিন্ন রকম রেট আছে। তা ছাড়া, ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্য অনুসারে রেট আলাদা হয়। রেট আলাদা হয় বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিচারেও। এই সংশোধনী বিলের মধ্য দিয়ে এইসব তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে সকলকে একই হারে

জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে
অ্যাবেকার রাজ্য সম্মেলন
১৮ ফেব্রুয়ারি, কলকাতা

দাম দিতে হবে। অর্থাৎ ঝুপড়ির বাসিন্দা যার ঠিকমতো খাবার জোটে না, আর রিলায়েন্সের মুকেশ আম্বানি, যার ঘন্টায় সম্পদ বৃদ্ধি ৯০ কোটি টাকা— উভয়কে একই হারে বিদ্যুতের দাম দিতে হবে। বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২০-তে সকলের জন্য এক হারে বিদ্যুৎ বিল অর্থাৎ এক দেশ এক রেট নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক দেশ এক রেট হলে সম্পদও এই রীতিতে পুনর্বিন্যস্ত হোক। কিন্তু সরকার সেটা করবে না। কারণ এটা পুঁজিপতিদের স্বার্থবিরোধী। এক দেশ এক রেট এই চমকপ্রদ স্লোগানের আড়ালে সাধারণ মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিদ্যুৎ বিল বেশি দিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

কেন সকলকে এক হারে বিদ্যুৎ মাশুল দিতে হবে? একটা স্কুল-কলেজ, যে দেশের জন্য দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করে, একজন কৃষক, যে দেশের মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে, কেন তার বিদ্যুৎ মাশুল কোটি কোটি টাকার পাহাড়ের উপর শুয়ে থাকা পুঁজিপতিদের মতো হবে? কোনও রাজ্য সরকার বিদ্যুতে নির্দিষ্ট কোনও গ্রাহককে ভর্তুকি দিতে চাইলে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিতে হবে। যার পরিণাম বর্তমানে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি দেওয়ার মতো হবে। দিল্লিতে, সারা দেশে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক এই বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতা করছেন, তার কারণ এই জায়গায়।

তৃতীয়ত, এই বিদ্যুৎ বিল যে দেশের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করবে, তা বুঝতে পেরে সরকার আইনি সুযোগ থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। ইলেকট্রিসিটি কন্ট্র্যাক্ট এনফোর্সমেন্ট অথরিটি (ইসিইএ) নামে একটি সংস্থা গঠন করেছে, যার ক্ষমতা হাইকোর্টের সমতুল্য। এর কাছেই যেতে হবে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিবাদে। এর রায় কী হবে সহজেই অনুমেয়। এই অথরিটির রায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে বলতে হবে সুপ্রিম কোর্টে। কতজন সাধারণ মানুষের সে ক্ষমতা আছে?

চতুর্থত, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ তালিকায় রয়েছে। বিদ্যুৎ বিল-২০২০-তে রাজ্যের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একচ্ছত্র কেন্দ্রীয় আধিপত্য কায়েমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পঞ্চমত, বিদ্যুৎ বিল ২০২০-তে ক্রস-বর্ডার ট্রেড নামে একটা প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে দেশের প্রয়োজন না মিটিয়েও বিদেশে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলি। এইসব দিক বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিল-২০২০ অত্যন্ত জনবিরোধী এবং এর বিরুদ্ধে কৃষকদের পাশাপাশি শহরের মধ্যবিত্ত মানুষকেও প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে এই দানবীয় বিল আটকানো যাবে না। বিদ্যুতের পাহাড়প্রমাণ বিলে পকেট হবে ফাঁকা। ঘরে নেমে আসবে অন্ধকার। শুরু থেকেই বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জন বিরোধী বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

পুনর্বাসনের দাবিতে ঘাটালে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের আন্দোলন

ঘাটাল-পাঁশকুড়া ৪ নম্বর রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের জন্য মেছোগ্রাম থেকে ঘাটাল পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক হাজার দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বর্তমানে আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা ৩ ফেব্রুয়ারি গৌরায় এক সভায় মিলিত হয়ে পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গঠন করেছেন 'ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়ক পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি'। উপস্থিত ছিলেন মধুসদন মান্না, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, শক্তিপদ আদক, অঞ্জন জানা, পুলিন সাউ, কৃষ্ণমোহন মাজী প্রমুখ। সমিতির পক্ষ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পাঁশকুড়া ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ঘাটালের এসডিও, পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। মধুসূদন মান্না ও নারায়ণ চন্দ্র নায়ককে উপদেষ্টা, শক্তিপদ আদককে সভাপতি, পুলিন সাউ ও কৃষ্ণমোহন মাজীকে যুগ্ম-সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। সভায় তিন শতাধিক দোকানদার উপস্থিত ছিলেন।

করণদিঘিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

৬ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে সারা ভারতের জাতীয় সড়ক অবরোধের কর্মসূচি অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘিতে দোমোহনা মোড়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয় এআইকেকেএমএসের পক্ষ থেকে। প্রচুর মানুষ সেখানে জমায়েত হন। অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমরেড নকুল রাম, শান্তি লাল সিংহ, সুশান্ত সিংহ, আনিকুল ইসলাম, ওবায়দুল রহমান ও সনাতন দত্ত।

সব হকারদের লাইসেন্স ও সচিত্র পরিচয়পত্র, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অনুদানের টাকা প্রদান প্রমুখ দাবিতে ১ লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় হকার যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল হয়, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে কমরেড শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে শত শত হকার উপস্থিত ছিলেন।

যুবশ্রীদের বিক্ষোভ শ্রমদপ্তরে

৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা শ্রম দপ্তরে যুবশ্রীদের অবস্থান বিক্ষোভ এবং ঘেরাও কর্মসূচি হয়। যুবশ্রী প্রকল্প থেকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই আন্দোলন চলছে। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির রাজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশ্বাস দিয়েছেন অ্যানেক্সার-৩ বাতিল হবে। বন্ধ ভাতা পুনরায় চালু হবে এবং যে সমস্ত যুবশ্রীরা বায়োডাটা জমা দিয়েছেন তাদের চাকরির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

এছাড়া ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে পথ অবরুদ্ধ করে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দেওয়া হয় ৭ দিনের মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন যুবশ্রীরা।

ব্যাঙ্ক -বিমা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং বিমা কোম্পানি বেসরকারিকরণের যে ঘোষণা কেন্দ্রীয় বাজেটে করা হয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল। তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ভারতের ধুয়ো তুলে সরকার দেশি-বিদেশি কর্পোরেট নির্ভর ভারত গড়ে তুলতে চাইছে। এদের কাছে সবকিছু বেচে দিয়ে সরকার আত্মনির্ভরতার মূলেই আঘাত হানছে।

তমলুকে বিক্ষোভ

তমলুক হাসপাতাল মোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, উদারিকরণ করার বিরুদ্ধে বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই (সি)। প্রতিলিপিতে আগুন দেন দলের জেলা কমিটির সদস্য মানিক মাইতি। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ দাস, জ্ঞানানন্দ রায়, লেখা রায়, তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য তপন জানা প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com